

+

জয় দয়াময়

শ্রী কামিনী কুমার দত্ত মজুমদার
কর্তৃক সংগৃহীত

সর্ব ধর্ম মিশন ও সর্ব ধর্ম সাধনার
সারতত্ত্ব

শ্রী লব চন্দ্র পাল

প্রকাশনায় :

প্রকাশনা কমিটি

সর্ব ধর্ম মিশন

ভোলাচং, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাংলাদেশ।

(সর্ব ধর্ম মিশন কর্তৃক সর্ব সত্ত্ব সংরক্ষিত)

২য় সংস্করণ : ১৩৯৭ বাংলা, ১৯৯১ খ্রিঃ

আনন্দাব্দ ১৫৯

৩য় সংস্করণ : ১৪৩১ বাংলা, ২০২৪ খ্রিঃ

আনন্দাব্দ- ১৯৩

অর্থায়নে :

নারায়ণগঞ্জ লবচন্দ্র আশ্রম প্রতিষ্ঠার পূর্বে প্রতিষ্ঠিত সংঘের সভাপতি
(মিশন জননী মনোরমা দেবী মনোনীত)

পিতৃদেব পরলোকগত বাবু অনিল সাহা (নিতাই) এর পূণ্য স্মৃতি রক্ষার্থে

পুত্রদ্বয় : বাবু সুমন সাহা ও বাবু শ্যামল সাহা।

ঠিকানা : লবচন্দ্র আশ্রম, নতুন পালপাড়া, নারায়ণগঞ্জ।

মূল্য : ৫০/-

মুদ্রণে :

আনন্দ গ্রাফিক্স

চিটাগাং রোড, নারায়ণগঞ্জ।

১)	সর্ব ধর্ম মিশন প্রতিষ্ঠা	০১
২)	মিশন সাধনা	০৪
৩)	আশ্রম সাধনা	০৮
৪)	মিশন কর্মচারী	১১
৫)	চাঁদা ও দান	১৪
৬)	সর্ব ধর্মোৎসব	১৬
৭)	প্রচার কার্য	১৭
৮)	সর্ব সমাজ	১৮
৯)	আয়ু বৃদ্ধি	২০
১০)	আনন্দ পাছান	২১
১১)	জীবন মুক্তির পথে ৩জন আদর্শ	২২
১২)	ভবিষ্যৎ জগতের সুসংবাদ (শ্রী আনন্দ ও শ্রীগুরু বাণী)	২৩
১৩)	মিশন সমিতি	২৭
১৪)	পরিশিষ্ট	২৭
১৫)	মিশন সেবকদের প্রতি নির্দেশ	২৮

শ্রীশ্রীমৎ লব চন্দ্র পাল গুরু মহারাজ ১৩২৬বাং সনের ৫ই পৌষ সর্ব ধর্ম মিশন প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীশ্রী মদাচার্য আনন্দ স্বামিজী মহারাজের ধর্মমত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তদবধি তিনি আজীবন মিশন সাধনা করিয়াই সর্ব ধর্ম প্রচার করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রী আনন্দের উদ্দেশ্য যাহা মিশনের কাজ তাহাই। জগতের জাতিগত পার্থক্য ও ধর্মমত অনৈক্যের অবসানের জন্য তিনি কঠোর সাধনা করিয়া গিয়াছেন। দয়াময় নাম জগতের ঘরে ঘরে প্রচার করিয়া জগতবাসীর মুক্তির রাস্তাও তিনি সাধনার ভিতর দিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

সকলে যোগেতে ধর্ম সাধন করুক, একের সহিত অন্যের সম্ভাব বৃদ্ধি হইয়া জগতে প্রেম বিস্তার হউক এবং রাত্রি দিবা ঈশ্বরের প্রেমে মগ্ন থাকিয়া নীতি ধর্ম সিদ্ধ হউক-সর্ব ধর্মের এই সত্য প্রচার করিবার জন্যই তিনি সর্ব ধর্ম মিশন সৃষ্টি করিয়াছেন। কেবল দয়াময় নাম সর্ব সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবার জন্য জগতে আসিল এই সত্যই তিনি সর্বদা মনে রাখিয়া মিশনের সমস্ত কার্য করিতেন এবং সাধন করিতেন।

তিনি বলিতেন- জগত যতই অগ্রসর হইবে এই মিশনের কার্য প্রবল আকার ধারণ করিবে। মিশনের পূর্ণ কার্য আরম্ভ হইলে জগতের লোক মিশনে যোগদান করিবে। দেহধারী মানব পরলোক হইতে প্রকাশিত হইবে। দেবতারাও সকল পার্থক্য ভুলিয়া মানবের সঙ্গে এক হইয়া জগতে কেবল দয়াময় নামের জয় ঘোষণা করিবে। তখন সর্ব জাতির মহামিলন হইবে। সমগ্র জগত এক মত এক পথ ও এক জাতি হইবে। এই সত্য শ্রীশ্রী গুরু মহারাজ আজীবন প্রচার করিয়া গিয়াছেন মিশনের কার্যের মাধ্যমে।

মিশন প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রী গুরু মহারাজ বিভিন্ন উপাসনার মাধ্যমে সর্ব ধর্ম মিশন সাধনায় যে সত্য লাভ করিয়াছেন তাহার সারতত্ত্বই এই গ্রন্থের উপকরণ। আশা করি সাধন প্রয়াসীর জীবনে এই গ্রন্থখানা অমৃতত্ব দান করিবে।

নিবেদক-

শ্রী কামিনী কুমার দত্ত মজুমদার

সারতত্ত্ব

+
জয় দয়াময়

সর্ব ধর্ম মিশন প্রতিষ্ঠা

৫ই পৌষ ১৩২৬ বাং রবিবার

২১শে ডিসেম্বর ১৯১৯ ইং

আনন্দাদ-৮৮

১। নিম্নলিখিত ২৫ জন লোক লইয়া সর্ব ধর্ম মিশন গঠিত হইয়াছে।
তন্মধ্যে ১৯ জন পরলোকে এবং শেষোক্ত ৬জন ইহলোকে মিশনের
কার্য্য করিবেন।

তাহাদের নাম -

- ১) শ্রীমদ আচার্য্য আনন্দস্বামী
- ২) শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস
- ৩) যীশুখৃষ্ট
- ৪) মুহম্মদ
- ৫) চৈতন্য
- ৬) বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী
- ৭) দেওয়ান রামদুলাল মুন্সি
- ৮) শঙ্করাচার্য্য
- ৯) বায়জিদ বস্তামি

- ১০) কবিগুরু বাল্মীকি
- ১১) শ্রী শ্রী জয়দুর্গা
- ১২) কালী
- ১৩) কৃষ্ণ
- ১৪) শিব
- ১৫) মহা মহাকালী
- ১৬) রাধা
- ১৭) রাম
- ১৮) বুদ্ধ
- ১৯) মনোমোহন
- ২০) শ্রীযুক্তা সৌদামিনী দত্ত
- ২১) লবচন্দ্র
- ২২) নিশি
- ২৩) কুমুদ
- ২৪) রসিক
- ২৫) হরিমোহন আচার্য্য

২। জগতের শুভদিন উপস্থিত হইয়াছে।

৩। দয়াময় সর্ব ধর্ম মিশন রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

৪। মহাকালী এবং দয়াময় ইহারাই মিশনের প্রকৃত আদর্শ। এই পথে
ত্রিভুবন আসিয়া মিলিবে। এই উভয়ের মধ্যে ৩৬ হাজার আদর্শ
রহিয়াছে। এই দুইজনকে মান্য করিয়াই মিশন চিরকাল সাধন করিবে-
জগতের কল্যাণার্থে সর্বস্ব বিসর্জন করিবে।

৫। জগতের জীবনুজ্জির কার্য্য উদ্ধারার্থে মিশন আবির্ভূত হইয়াছে।
মিশনের কার্য্যে অবহেলা করিলে জগতের প্রতি অবহেলা করা হয়।
জগতের কর্ত্তা একমাত্র দয়াময়ের প্রতি অন্যায় করা হইয়া থাকে।

৬। যে ধর্মের কার্য্য করিবার নিমিত্তে সর্ব ধর্ম মিশনের উৎপত্তির প্রয়োজন হইয়াছে, সেই ধর্ম নিয়াই পৃথিবীতে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সকলেই এই ধর্মে দীক্ষিত হইয়া জীবনাশা সফল করিবে।

৭। সর্ব ধর্ম মিশন চিরকালের জন্য সিদ্ধ যোগে আবির্ভূত হইল। কেহই আর মিশনভুক্ত না হইয়া থাকিতে পারিল না। কেহই আর জন সাধারণের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ না করিয়া থাকিতে পারিল না। কেবল সাধনাই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন হইয়া গেল।

৮। যে নামের কার্য্য করিতে শ্রীমৎ স্বামিজী মহারাজ আসিয়াছিলেন, সেই নামের প্রতিষ্ঠার জন্যই মিশন হইয়াছে।

৯। মিশনকে জগতের জীবন বলা যায়।

১০। শ্রীশ্রী আনন্দ মহারাজের নির্দেশানুসারেই সর্ব ধর্ম মিশন উদ্ধার হইয়াছে।

১১। মিশনকে দয়াময় লীলার পূর্ণ অভিব্যক্তি বলা যাইতে পারে।

১২। সর্ব ধর্ম মিশন দয়াময় নামের বাহন।

১৩। জগতের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিবার জন্যই মিশনের সৃষ্টি।

১৪। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বিশুদ্ধ ব্রহ্মযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য সর্ব ধর্ম মিশনের উৎপত্তির কারণ।

১৫। মিশনের কার্য্য দ্বারা জীবনুত্তির আদর্শ গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইবে। নামের প্রচার সর্ব শেষে এই মিশনের একমাত্র কার্য্য হইবে।

১। মিশনের সঙ্গে জীবন সংযোগ কর সকল প্রতিকার করতলে আসিবে। ইহার জন্য যতই স্বার্থ ত্যাগ করিবে ততই সাধনের উন্নতির অবস্থা আসিবে।

২। যে ব্যক্তি মিশনের সভ্য হইবে তাহার মধ্যে সর্বযোগ উপস্থিত হইবে। তাহার কার্য্যে সিদ্ধযোগ স্থাপিত হইবে। মিশন ফন্ডের মধ্যেই সকলে সাধন প্রাপ্ত হইবে।

৩। পূর্ণ কার্য্য আরম্ভ হইলে জগতের লোক এই মিশনে যোগদান করিবে। তখন দেহধারী মানব পরলোক হইতে প্রকাশিত হইবে। সেদিনে আমাদের দুর্দিন ঘুচিবে।

৪। যে ধর্ম মণ্ডলীর কার্য্য উদ্ধারকল্পে মিশন গড়িয়া উঠিতেছে, সেই মণ্ডলীর মূলে একজন মহাপুরুষ আছেন। তিনিই এই মিশনের প্রতিষ্ঠার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এই জন্য কোন দিন উহা নষ্ট হইতে পারে না।

৫। মিশনের বাহিরে আর কেহ তিষ্ঠিতে পারিবে না। দুইদিন আগ পর সকলেই মিশনের সহিত সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হইবে।

৬। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বিশুদ্ধ ব্রহ্ম যোগ প্রতিষ্ঠার জন্য মিশনের সৃষ্টি। স্বামী স্ত্রী মিলিত যোগে ইহার মূলতত্ত্ব। দয়াময় নামের সাধনা উহার মূলমন্ত্র, সর্ব ধর্মের ঐক্যে যোগ দিয়া লোকদিগকে প্রকৃত ধর্ম পথ প্রদর্শন করা উহার অস্ত্র।

৭। জীবনুত্তির আসরে এখন সকলেই নামিতে বাধ্য হইল। ইহ পরলোকের এমন কেহ নাই যে মিশনের সাথে ব্রতী না হইয়া তিষ্ঠিতে পারে।

৮। মিশনের চিন্তা যাহার মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহাতেই জগতবাসীর হিতার্থে সাধন উপস্থিত হইয়াছে।

৯। সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য মিশন জগতের ভার লইয়াছে।

১০। সর্ব নামের সেবা, জগতের সেবা এবং মিশনের সেবা এক জানিয়া কার্য্য করিবে।

১১। জীবনুক্তির প্রকৃত পথ প্রদর্শন করিতে মিশন হইয়াছে।

১২। মিশনের কার্য্য না করিয়া এবং ইহার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া ও ইহার সেবা না করিয়া কেহই সাধন পাইবে না।

১৩। জগতের উপায় করাই মিশনের কার্য্য।

১৪। ঈশ্বরের সহিত যেমন জগত অগ্রসর হইতেছে, তোমারও প্রয়োজন জগতের সহিত সর্বতোভাবে সংযোগ রক্ষা করা এই জন্যই মিশনের সৃষ্টি।

১৫। মিশনের সকল কার্য্যের মূলে কে আছেন পরিজ্ঞাত হও। সর্ব ধর্ম মিশন- এই নামের শক্তি ও গৌরব দেখিয়া সর্বাত্মে ধর্মালোচনার ভিতর দিয়া উপলব্ধি কর। ইহার শক্তি দেখিয়া বিশ্বাসে মতিয়া উঠিবে।

১৬। আজ মানব ও দেবতা সকলেই মিশনের কার্য্য ভার লইতে হাজির হইল এবং নিদয় সদয় উভয় প্রকারেই মিশন সাধনার বিশুদ্ধ রাজপথ বাহির হইল।

১৭। মিশন ৩টি কাজ চিরকাল করিবে।

(ক) সকল ধর্ম সিদ্ধ যোগে মিলিত হইয়া যাইতে পারে তজ্জন্য মিশন কার্য্য করিবে।

(খ) জাতিগত অনৈক্য না থাকে ইহাই কার্য্য ক্ষেত্রে মিশনের উদ্দেশ্য হইবে।

(গ) ইহ পরলোক সর্বত্র দয়াময় নামই জীবন সিদ্ধির প্রকৃত পথ এই সত্য মিশন প্রচার করিবে।

১৮। কেহই আর জন সাধারণের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ না করিয়া থাকিতে পারিবে না।

১৯। ইহ পরলোকে একমাত্র মিশনের শক্তিতেই সকল কার্য্য উদ্ধার হইবে। এমন দিন আসিতেছে সমগ্র জগত মিশন যোগেতে কার্য্য করিবে।

২০। জগত সেবার কার্য্য মিশনের শ্রেষ্ঠ ব্রত।

২১। শ্রী আনন্দের কার্য্য মিশনের কার্য্য।

২২। মিশনের সমস্ত কার্য্যের ভার দয়াময় স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছে।

২৩। পৃথিবীতে কেহই নিজের স্বার্থ অন্বেষণ করিয়া সুখে থাকিতে পারিবে না। জগতের মধ্যে এখন সকলের সহিত ষোল আনা কার্য্য যোগে উদ্ধার হইবে।

২৪। অদ্যাবধি ৩৬ হাজার নামের কার্য্য মিশনের সকল ব্যাপারেই চিরকালের নিমিত্তে স্থিরীভূত হইয়াছে। জগত করতলে আসিতে পারে ইহার প্রতিকার পাওয়া গিয়াছে।

২৫। কেবল গৃহিনীকে সঙ্গিনী করিতে পারিলেই কার্য্যের সুসার হইয়াছে দেখিবে।

২৬। মিশনের বিশেষ কার্য্য করিতে হইলে স্বামী স্ত্রী মিলিত হইয়া মিশনের জন্য উপাসনা করিবে- প্রার্থনা করিবে।

২৭। দয়াময়ের কার্য্য মিশনের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছে।

২৮। মিশনের কার্য্য দয়াময়ের কার্য্য এক ভিন্ন দুই নহে।

২৯। আচার্য্য মহারাজের কার্য্য আদর্শ মনে করিয়া তাঁহাকে জগত বুঝিতে পারে এবং তাঁহার আদর্শ নিয়া সকলেই জীবন গঠন করিতে পারে এই উদ্দেশ্যেই মিশন হইয়াছে।

৩০। যে ব্যক্তি যত অধিক পরিমাণে মিশনের জন্য কার্য্য করিবে, ইহার নিমিত্তে স্বার্থ বিসর্জন করিবে সেই ব্যক্তির জীবনে তত অধিক পরিমাণে সাধন ক্ষেত্রে উন্নতির অবস্থা উপস্থিত হইবে।

৩১। জয় দয়াময় নামের কার্য্য শেষ হইয়া গেল। এ জন্য অদ্যাবধি শুধু দয়াময় নামের কার্য্যই সর্ব্বতোভাবে আদর্শ হইবার কার্য্য দিবার সিদ্ধি আনয়ন করিল।

৩২। ভ্রাতৃত্বাব সকলের জন্যই উপস্থিত হইয়া গেল।

৩৩। সর্ব্ব ধর্ম্মের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জগত এক হইতে চলিয়াছে ও সকলের মধ্যে সাধন দেখা দিয়াছে। নারায়ণ, কঙ্কি, ইমাম মেহেদী, খানে দরজাল প্রভৃতি আদর্শ হইয়া কার্য্য করিতে পারে তাহারও ব্যবস্থা হইয়াছে। অশান্তি বৃদ্ধি দ্বারাই এই কথার উপলব্ধি হইবে।

৩৪। জগতের মঙ্গলার্থে কার্য্য করিতে না পারিলে কেহই উন্নতি করিতে পারিবে না। ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছা। সুতরাং যত অশান্তির কার্য্য আবশ্যক ছিল তাহা শেষ হইয়া যাইতেছে।

৩৫। সমগ্র জগত মিশন যোগেতে কার্য্য করিবে।

৩৬। মিশনের সহিত জগত এবং জগতের সহিত ঈশ্বর সর্ব্বতোভাবে এক সূত্রে গ্রথিত। ইহার অন্যথা হইতে পারে না।

৩৭। মিশনের কার্য্য নিয়া যে ব্যক্তি সাধন করিবে, ইহার প্রতিষ্ঠার্থে জীবন উৎসর্গ করিবে, সেই ঈশ্বরের করুণা সর্ব্বাঙ্গে প্রাপ্ত হইবে।

৩৮। সকলের মধ্যেই ঈশ্বর আছেন। সকলই তিনি। ইহাতে সন্দেহ করা বাতুলতা মাত্র। আজ পতিতের সাধন মিশনের আদর্শ সেবা হয়ে গেল। সুতরাং অন্ধ, খঞ্জ, আতুর, মেথর, ডুম সমস্ত আসিল। সকলের কার্য্য সকলেই পাইল। অনাদর দূরে গেল।

১। দয়াময় নাম প্রচারের উদ্দেশ্যে মিশন হইতে মিশন কেন্দ্র বা আশ্রম স্থাপিত হইতেছে।

২। সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশনের যাবতীয় উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে আশ্রম সমূহ স্থাপিত হইতেছে।

৩। সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশনকে সর্ব্বোতোভাবে প্রত্যেক আশ্রম সাহায্য করিবে। আশ্রমসমূহ মিশনের অঙ্গ প্রতঙ্গ মনে রাখিবে।

৪। মিশনের যাবতীয় আইন কানুন প্রত্যেক আশ্রম মান্য করিয়া চলিবে।

৫। আশ্রমের ভার যে লইবে তাহার জীবন ধর্ম্মার্থে উৎসর্গ করিতে হইবে। তিনি স্বীয় অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন না। মিশনের নির্দেশ মানিয়া তাহার কার্য্য করিতে হইবে।

৬। সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন জগত মুক্তির নিমিত্তে কার্য্য করিবে। এই মুক্তির সাধনা নিয়াই প্রতি আশ্রম স্বীয় লোকবল, অর্থবল ও সাধনবল প্রভৃতি লাভ করিবে।

৭। আশ্রমের নিয়ম প্রণালী সম্পাদক রচনা করিবে। কিন্তু মিশনের পরিচালক সমিতি মঞ্জুর করিলে উহা কার্য্যকর হইবে। সর্বদা স্থানীয় অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সম্পাদক নিয়ম প্রণালী প্রস্তুত করিবে।

৮। আশ্রমে কেহ কোন দিন অবান্তর আলোচনা করিতে পারিবে না। প্রত্যহ আরতি ভোগরাগ যথারীতি দিতে হইবে। উপাসনার ব্যবস্থা সম্পাদক করিবে।

৯। সাধন ভজন আশ্রমের প্রধান কার্য্য হইবে।

১০। সময় বিশেষে উৎসব হইবে।

১১। ৯জন মিশন সভ্য লইয়া ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হইবে। ০৩ বৎসর পর পর এই কমিটি পুনঃগঠিত হইবে। এই কমিটি মিলিয়া আশ্রমের আয়ের ব্যবস্থা করিবে।

১২। আশ্রমের বার্ষিক উৎসবে কেন্দ্রের প্রত্যেক সভ্যকে দান করিতে হইবে। এই দান না দিলে তাদের কার্যে বিঘ্ন উপস্থিত হইবে।

১৩। মিশন ইচ্ছা করিলে কার্যকরী সমিতির মন্তব্য অনুসারে সাধারণ সভায় উক্ত নিয়ামাদির রদবদল বা পরিবর্তন কিংবা আমূল সংশোধন কিংবা নূতন নিয়ম করিতে পারিবেন।

১৪। আশ্রমে সকলে প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় আরতিতে যোগ দিবে। সাধ্যমত আশ্রমের মধ্যে যে সমস্ত কার্য আছে তাহা করিবে। না করিলে শরীরে ব্যাধির সঞ্চার হইবে। মৃত্যুও হইতে পারে।

১৫। যেখানে উৎসব হইবে সেখানে উপস্থিত হইয়া কার্য করিবে। সাধন বা অন্য কার্য যাহা পার তাহাই করিবে। ইহা মিশন বা কেন্দ্রের উৎসব বুঝিবে। বৎসরে অন্ততঃ একটি উৎসবে কার্য না করিলে অভাব বৃদ্ধির কারণ আসিবে।

১৬। প্রত্যেক আশ্রমে রিজার্ভ ফাণ্ড গঠন করিয়া লইবে। সেক্রেটারী ও সহ-সেক্রেটারীর নামে পাশ বই হইবে। প্রতি মাসে কিছু টাকা জমা দিবে।

১৭। আশ্রম সমূহ বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে মিশনের পরামর্শ লইয়া কার্য করিবে।

১৮। প্রয়োজনে মিশনের কার্যের জন্য প্রেসিডেন্ট যে কোন আশ্রম হইতে টাকা লইতে পারিবেন। কারণ সকল আশ্রম মিশনের অবয়ব মাত্র।

১৯। সাত হাজার আশ্রম হইলে মিশন জগত লইয়া কার্য করিতে পারিবে।

২০। দয়াময়ের সর্ব ধাম বিশুদ্ধভাবে আশ্রমের মধ্যে রাখিবেন। এ স্থান জীবনুজির ক্ষেত্র। ইহাতে অবিশ্বাসের কোন হেতু বিদ্যমান নাই। শান্তির প্রতিষ্ঠাই আশ্রমের উদ্দেশ্য।

২১। আশ্রমের জন্য মিশনের চাঁদা দান ব্যতীত অতিরিক্ত চাঁদা বা দান লওয়া যাইতে পারে।

২২। আশ্রমে যারা পবিত্র জীবন যাপন করিতে পারে না, তাহাদের প্রয়োজন এই যে এখানে তাহাদের বাস করা উচিত নহে, যদি কেহ এই কথা না মানিয়া কার্য করিতে চায় বিপদ হইবে, এমন কি মহাকালী এবং দয়াময় এই নামের ভিতর দিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

১। নাম নিয়া সাধন করিতে ব্যস্ত এবং সংসারে শৃঙ্খলা বিধানে যেমন নিজের চেষ্টা, উদ্যোগ ও মিশনের উন্নতি বিধান করিতে তেমন ঐকান্তিক যত্ন চেষ্টা রহিয়াছে এরূপ মানুষ স্ত্রী বা পুরুষ মিশনের কর্মচারী হইতে পারে।

২। মিশনের কর্মচারী হইলে প্রত্যেকেই ধর্ম জীবন লাভ করিবার জন্য ব্যাকুলভাবে কার্য্য করিবে। নচেৎ মিশনের কার্য্য না লওয়াই সম্ভব হইবে। বরং নানা ত্রুটির দরুন অভাব বাড়িবে, ক্লেশও পাইবে।

৩। পরিবার যেমন প্রিয় মিশন তদপেক্ষা প্রিয় এই কথা কর্মচারীর জানিয়াই মিশনের কার্য্য করিবে।

৪। জগতের সেবা করিবার জন্যই মিশনে চাকুরী করিতে হইবে। সাধারণভাবে জীবন যাত্রা নির্বাহের উদ্দেশ্যে বেতন নির্ধারিত হইবে। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ধর্ম লাভের উদ্দেশ্যেই মিশনে চাকরি লইবে। স্বার্থের উদ্দেশ্যে এখানে চাকরি করিলে বিপদের সীমা থাকিবে না।

৫। মিশন কর্মচারীদের মধ্যে সাধুতার প্রকৃত শক্তির উন্মেষ হইতে পারে; বিনয়, নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রভৃতি সদগুণ সমূহের দ্বারা জীবনের কার্য্য উদ্ধার হইতে পারে ইহার বন্দোবস্ত হইল।

৬। যে ব্যক্তির হৃদয় মন দেহাদি সমুদয় কেবল মিশনের প্রতিষ্ঠার্থে, উপকারার্থে নিয়োজিত বা উৎসর্গীকৃত হইবে সেই ব্যক্তিকেই কার্য্যের অধিকারী জানিবে।

৭। আজ সর্ব্বতোভাবে মিশনের কর্ণধার শ্রীশ্রীমৎ আচার্য্য মহারাজের কার্য্যভার প্রতি কার্য্যকারীর উপর অবতীর্ণ হইয়া গেল। সুতরাং সকল কার্য্যকারীদের সাধন করিয়া শক্তি লাভ করিতে হইবে।

৮। প্রেসিডেন্ট মিশনের প্রধান পরিচালক। তিনি একযোগে একই প্রণালীতে এবং একই উদ্দেশ্যে আশ্রমগুলি যাতে মিশনের সাথে কার্য্য করিয়া চলিতে পারে তজ্জন্য সময় সময় আশ্রমগুলি পরিদর্শন করিবেন।

৯। প্রেসিডেন্ট, প্রচারক ও আচার্য্য এবং মিশনের অন্যান্য কর্মচারীরা মিশনের কার্য্য করিয়া আদর্শ দেখাইবে। ইহারাই মিশনের জন্য সর্ব্বাঙ্গে দান করিবে।

১০। নামেতেই মিশনের সমুদয় উপায় হইবেই হইবে। নামেতে ইহার সম্পূর্ণ প্রতিকার রহিয়াছে।

১১। মিশনের কার্য্য নিয়া যে ব্যক্তি সাধন করিবে ইহার প্রতিষ্ঠার্থে জীবন উৎসর্গ করিবে সেই ঈশ্বরের করুণা সর্ব্বাঙ্গে প্রাপ্ত হইবে।

১২। মিশনের বিশেষ কার্য্য করিতে হইলে স্বামী স্ত্রী মিলিত হইয়া উপাসনা করিবে-প্রার্থনা করিবে।

১৩। কার্য্যকারী দিগের মধ্যে সাধন সিদ্ধির প্রতিকার করা আবশ্যিক। নতুবা লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবেনা। যাদের নিয়া সাধন উদ্ধার হইবে, কার্য্য সিদ্ধ হইবে তাদের উন্নতি না হইলে মিশনের কার্য্যের প্রসার হইবে না।

১৪। কেহই নিজের নিমিত্তে আর কার্য্য করিতে পারিবে না। সকলের পক্ষেই কেবল সর্ব্ব ধর্ম্মানুসারে সকলের জন্য কার্য্য করাই আদর্শ হইবে।

১৫। ছত্রিশ হাজার নামেতে কর্মচারীদের মধ্যে কার্য্য আসিল। কেহই সাধন না করিয়া মিশনে চাকরি করিতে পারিবে না।

১৬। স্বামী স্ত্রী মিলিত হইয়া কার্য্য না করিলে মূল সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইবার অধিকার কাহারো থাকিবে না।

১৭। পরিচালক সমিতির সভ্যগণের জগতের হিতার্থে জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে।

১৮। সর্ব ধর্মের সার লক্ষ্য নিয়া যে কার্য্য করিবে তাহাতে ত্যাগের সাধনা ষোল আনা প্রকারে সিদ্ধ হইবে। জগতের মধ্যে এখন ত্যাগই ধর্মের প্রকৃত নিদর্শন বা মানদণ্ড হইবে।

১৯। আর কিছুতেই মিশনের কার্য্য পরিচালনা নিয়া গোলযোগ করিতে পারিবে না। যদি কেহ অশান্তির উদ্বেক করিতে চাহে তদ্বারা মিশনের কোন ক্ষতি হইবে না বরং তাহার নিজেরই অশেষ অনিষ্ট হইবে।

২০। যে যাহার গুরু সে তাহারে নিয়া কার্য্য করিতে পারে। এবং মিশনের কার্য্য শেষ যোগে লাভ করিতে পারে তাহারও উপায় হইল। যাদেরে লইয়া মিশন নির্মিত হইতে পারে তারাই আজ অবধি সাধন সমরে অবতীর্ণ হইয়া গেল।

২১। মিশন কর্মচারীদের সংখ্যা এক লক্ষ না হইলে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হইবেনা।

২২। কর্মচারীরা বেতন লইয়া কার্য্য করিবে। তাদের পরিবার কোন দিন মিশনের মধ্যে থাকিবেনা।

২৩। কর্মচারীদিগকে বেতন দেওয়া হইবে। পরিচালক সমিতি অথবা সাধারণ সভা বেতন সাব্যস্ত করিবে। যারা মিশনের কার্য্য করিবে, তাদের বৎসরে এক মাস অতিরিক্ত বেতন দিতে হইবে। কর্মচারীদের বেতন পরবর্তী মাসের ১১ তারিখ দিতে হইবে। (শ্রী আনন্দের জন্ম দিবস ১১ই বৈশাখ। ইহা থেকে মিশনের আর্থিক বৎসর আরম্ভ হইবে)

২৪। মহাকালী এবং দয়াময় যাদের জীবনে প্রকাশ পাইবে তাহারাই সর্ব শ্রেষ্ঠ কর্মচারী হইবে।

২৫। দয়াময়ের কার্য্য নিয়া যে সকল লোক বাহির হইবে তাহাদের কার্য্য দয়াময় স্বয়ং সর্বত্র করিবেন এই সুসমাচার উপস্থিত হইল।

২৬। মিশনের অভাব বিমোচন এবং ইহার প্রতি অচলা শ্রদ্ধা থাকিলে অচিরেই সন্তাপ বিনষ্ট হইবার পথ দেখিবে। জগতের কল্যাণ কল্পে নাম রীতিমত স্মরণ করা প্রয়োজন।

২৭। মিশনের চিন্তাতেই সকল প্রকারের অশান্তি দূরীভূত হইবে।

২৮। যে সকল কর্মচারী ২৫ বৎসর মিশনের কাজ করিবে তাহারা অর্দ্ধেক বেতন পেনসন পাইবে। ২০ বৎসর চাকরি হইলে ১/৩ (এক তৃতীয়াংশ) পেনসন পাইবে।

চাঁদা ও দান

১। সর্ব ধর্ম মিশন ঈশ্বর হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে। চাঁদা বা দান যাহা আদায় করিতে মিশন চেষ্টা করিতেছে তাহাও স্বয়ং দয়াময়ের আদেশানুসারেই। ত্যাগের ভাব জাগিলেই জীবনে মুক্তির সাধনে সফল মনোরথ হইবে।

২। চাঁদা কিংবা দান যা তোমরা দিলে মিশন চলিতে পারে তোমরা তাহা না দিলে তোমাদের ক্ষতি আছে। মিশনের জন্য যাদের দরদ নাই, যারা স্ত্রী পুত্রাদি নিয়া সংসার করিতেছে অথচ মিশনের কাজে অবহেলাই ব্যবহারে দেখাইতেছে তাদের মিশনে না থাকাই মঙ্গল।

৩। মিশনের প্রত্যেক মেম্বার প্রতি বৎসর ফিস (চাঁদা) দিবে। প্রতি বৎসর রীতিমত চাঁদা না দিলে মেম্বার থাকিতে পারিবেনা।

৪। চাঁদা রীতিমত দিলে আদর্শ সেবক হইবে। রীতিমত চাঁদা না দিলে সর্বত্র সিদ্ধির কার্য্য পণ্ড হইয়া যায়। দান দিলে বিশ্বাসীদের মধ্যে প্রধান হইবে।

৫। চাঁদা ব্যতীত মিশনে দান করিবার বিধান আছে। এই বিধান মানিতে পারিলেই জীবনের কার্য্য লইয়া সাধনের ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়াছে জানিবে। ইহাকে ভক্তি ভূমি বলে।

৬। যারা জীবনের কার্য্য ভগবানকে অর্পণ করিতে চায়, যারা এই বিধান মানিবে তাহারাই চাঁদা ব্যতীত কমপক্ষে বৎসরে আয়ের ১/১০ (এক দশমাংশ) মিশনে দান করিবে। ধর্মের হিসাবে ৫.০০ টাকার কম কেহই দিবে না। কম দিলে ক্ষতির কারণ আছে। অসমর্থ ব্যক্তি দান না করিলেও চলিবে।

৭। মিশন সেবাতে ঈশ্বর লাভ হইবেই হইবে। যারা ঈশ্বর উদ্দেশ্যে নিয়া কার্য্য করে না তারা মিশনে দান করিতেও পারে না। ত্যাগই ধর্মের নিদর্শন বা মানদণ্ড।

৮। যারা মিশনে কার্য্য করিবে তারাই আগে দান করিবে।

৯। চাঁদা এবং দানই মিশনের উন্নতির সোপান।

১০। চাঁদা মিশনের মূল আর্থিক প্রতিকার। যারা ঈশ্বর অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত আসিয়াছে তারা চাঁদা ব্যতীত দানও করিবে। ইহাতে জগতের কার্য্যে ইহারা সহজভাবে সাধন লাভ করিতে পারিবে।

১১। সর্ব ধর্ম মিশনের মধ্যে টাকা কড়ি সম্পর্কে যে যত স্বার্থত্যাগ করিতে পারিবে তাহাতে তত বেশী কার্য্য পথ সুগম হইবে। এই ত্যাগের কার্য্যই একমাত্র পথ এবং ইহার জন্যই সকলের জীবন গড়িয়া নিতে হইবে।

১২। অসমর্থ ব্যক্তি নির্ধারিত ফিসের অর্ধেক দিবে।

১৩। চাঁদা ও দান অদ্যাবধি শেষ যোগে হাসিল হইয়া গেল।

১৪। ঠিকমত মিশনে দান না করিলে ক্ষতি হইবে না এমন নহে।

১৫। মিশনের কার্য্যে স্বার্থত্যাগ করিয়া কেহই ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই বরং মিশনের কার্য্য জীবনের ব্রত করিয়াছে বলিয়া তাহাদের অনেক রকম সুবিধা হইয়াছে।

১৬। মিশনে পুনঃভর্তি হইলে কমপক্ষে ১০/- টাকা লইয়া ভর্তি করিবে।

সর্ব ধর্মোৎসব

১। মিশনের বার্ষিক উৎসবকে সর্ব ধর্মোৎসব বলে। এই উৎসবের কার্য্য দ্বারাই পৃথিবীতে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

২। ঈশ্বর প্রীতির জন্য, জগতের মঙ্গলার্থে ও সর্বনাম প্রচারের জন্যই উৎসব বিহিত হইয়াছে।

৩। উৎসবে আসিলে সকলেই এই মিশন উৎসবের কার্য্য নিজের কার্য্য মনে করিবে নতুবা অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হইবে।

৪। এক বেলা খাওয়া মিশন হইতে পাইবে। ইহা দুপুরের খাওয়া।

৫। চা, পান, তামাক, মুরী, চিড়া গং প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র খাদ্য সামগ্রী প্রত্যেকে উৎসবে আসিলে কিনিয়া খাইবে। ইহা স্থায়ী নিয়ম।

৬। সভা সমিতির কার্য্য নিজেদের সুবিধা মত করিবে। ইহার আর বিধি নিষেধ নাই। ইহাও স্থায়ী নিয়ম।

৭। উৎসবের কার্য্য গঠিত কমিটির হিসাবেই চলিবে। ইহাও স্থায়ী নিয়ম।

৮। মিশন উৎসবে যোগ না দিয়া, ইহার কার্য্য না করিয়া কেহই সাধন পাইবে না। কারণ এই উৎসব সর্ব্ব ধর্ম্মানুসারে আবির্ভূত হয় এবং তদনুসারে ইহার পরিসমাপ্তি ঘটে। সুতরাং এই উৎসবের নাম সর্ব্বধর্ম্মোৎসব।

৯। জগতের কার্য্যই সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশনের কার্য্য। এই উৎসবের মধ্যে জগতের সাধনা উপস্থিত হয়।

প্রচার কার্য্য

১। প্রকৃত তত্ত্ব, সর্ব্ব ধর্ম্ম সাধন তত্ত্ব ও প্রণালী, যোগ প্রণালী এই সকল মহাথ্রের সত্য সকল যাতে নির্দোষ ভাবে প্রচার করা হয় তাহারই নাম প্রচার বিভাগ। প্রচারক ও আচার্য্যগণ এই জটিল তত্ত্ব মীমাংসা করিবেন।

২। প্রচারক ও আচার্য্যরাই সভ্যদিগের নিকট হইতে দান সংগ্রহ করিবে। তাহারাই জাতিগত পার্থক্য নির্মূল করিবে এবং সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে। প্রচার বিভাগের মধ্যেই আয়ের সাধন রহিয়াছে।

৩। একজন বিশেষ ব্যক্তি আসিবেন এরূপ কথা আছে। তাহাকে নিয়াই পৃথিবীর মধ্যে দয়াময় নামের প্রচার কার্য্য সর্ব্বতোভাবে উপায় হইবে। এই ব্যক্তির কার্য্য নিয়া প্রচারক ও আচার্য্যের উপায় হইবে।

৪। সর্ব্বধর্ম্মের সার ‘প্রকৃত তত্ত্ব’ই বস্তুতঃ জগতের তত্ত্ব মীমাংসার বিশুদ্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থ মানব সকলের মনের সংশয় ছিন্ন করিবে। ধর্ম্মের সকল বিষয়ের সংশোধন করিবে।

৫। মিশনের সঙ্গে সর্ব্বাথ্রে মিশনের প্রচারক ও আচার্য্যরাই মিশনের কার্য্য করিয়া আদর্শ দেখাইবে।

৬। প্রচার বিভাগ মিশনের আদর্শ বিভাগ জানিবে। ইহার কার্য্য যতই বাড়িবে ততই মিশনের প্রভূত উন্নতি হইবে।

৭। পুস্তক লিখিয়া প্রচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিবে।

৮। প্রচারের জন্যই মিশন হইতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবে।

৯। জগতের মধ্যে এই অভিনব ধর্ম্ম লইয়া প্রচারক ও আচার্য্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। এই আচার্য্যের সংখ্যা কমপক্ষে দুই হাজার হওয়া আবশ্যিক। যে পর্যন্ত প্রচারক ও আচার্য্যের সংখ্যা না বাড়িবে সে পর্যন্ত প্রচারকের কার্য্য বেশী হইতে পারে না।

১০। সর্ব্ব ধর্ম্ম যাতে নির্দোষভাবে প্রচারিত হইতে পারে তজ্জনই প্রচার বিভাগ। তত্ত্ব মীমাংসার জন্যই এই বিভাগ কার্য্য করিবে।

১১। প্রচারক ও আচার্য্য পুস্তক লিখিবে ও পুস্তক ছাপাইবে।

সর্ব্ব সমাজ

১। স্বামিজী মহারাজ ১২৯২ সনের ২৪শে শ্রাবণ কলিকাতা মোকামে সর্ব্ব সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে আপন পরিবার মনে করিতেন। জগতের মুক্তির সাধনা করিয়া তিনি বলিতেন সকল জাতির বিবাহই বাহ্যিক বন্ধনের ব্যাপার। প্রকৃত বিবাহ জগতে কার্য্যকরী ভাবে উপস্থিত না হইলে সকল জাতি লইয়া সমাজ গঠিত হইতে পারে না। প্রকৃত বিবাহ নিয়া সমাজ গঠিত হইলেই সর্ব্বধর্ম্ম সাধনায় মানবগণ সফল মনোরথ হইবে।

২। মিশন হইতে আরও পরে একটি সমাজ গঠিত হইবে যে সমাজে জগতের স্ত্রী পুরুষ মিলিয়া ঈশ্বর অন্বেষণ করিবে। ইহারই নাম সর্ব সমাজ। সকল জাতি, সকল ধর্ম এবং সকল মানুষ লইয়া এই সমাজ গঠিত হইবে।

৩। জগতের মধ্যে যত প্রকার কার্য আছে তন্মধ্যে সর্ব সমাজ গঠন সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কার্য।

৪। সিদ্ধ যোগ লাভ হইলে পর প্রকৃত বিবাহ নিয়া কার্য হাসিল হইতে পারে। শেষ যোগেতে সিদ্ধ যোগের স্ত্রী পুরুষ সকলে জীবন মন ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া জগত মুক্তির জন্য সাধন করিবে। অতএব মিশন হইতেই এ প্রকৃত বিবাহ উপস্থিত হইবে।

৫। প্রকৃত বিবাহ নিয়া সমাজ গঠিত হইলেই ধর্ম জীবনের প্রকৃত রহস্য উৎঘাটিত হইবে। মানবগণ সফল মনোরথ হওয়ার জন্য সকলেই এই বিবাহ যোগ লাভ করিবে। যে সমাজের প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষ নিজ নিজ আদর্শ স্ত্রী বা পতি পাইবার জন্য সাধন করিবে সেই সমাজের নামই সর্ব সমাজ হইবে। এই নাম একভাবে সকল হৃদয়কে অধিকার করিবে। সর্ব সমাজ লাভের জন্য সাধন ভজন করিতে হইবে।

৬। পৃথিবীতে এখন সমাজের কঠোর নিয়মাদির শৃঙ্খল ছিন্ন হইবার কার্য আসিল। মহিলারাও আর কোন প্রকারে বন্ধন মানিয়া থাকিতে পারিবে না। স্বাধীনভাবে স্ত্রী পুরুষ কার্য করিতে প্রস্তুত হইল। জাতিগত কিংবা দেশগত অথবা ধর্মগত বৈষম্য কেহই মানিতে চাহিল না। সকলের অন্তরেই পবিত্র প্রেমের বন্ধন সিদ্ধ যোগে আসিল।

৭। প্রকৃত বিবাহ যোগ শরীরেতে কার্য না করিলে সাধনের শেষ ফল লাভ করিতে পারিবে না।

৮। পৃথিবীতে আজ বীরাচার শেষ যোগেতে আসিল। যে সাধন দ্বারা স্ত্রী-পুরুষ প্রকৃত বিবাহ নিয়া কার্য করিতে পারে তাহাই বীরাচার।

৯। মিশনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কেবল সকলে মিলিত হইয়া এরূপ একটি সংঘ স্থাপন করা যে সঙ্গের মধ্যে সকল জাতি স্থান পাইবে। সমস্ত স্ত্রী পুরুষ সানন্দে ঈশ্বর উদ্দেশ্যে জীবন যাপন করিতে পারিবে এবং দয়াময়ের আদেশানুসারে কার্য করিয়া জীবন মুক্তির আশা পূর্ণ করিতে পারিবে।

আয়ু বৃদ্ধি

১। মিশনের প্রত্যেক বিশেষ কার্যের মধ্যে মিশনের সেবকদিগের প্রাণের আবেগের সহিত আয়ুরও বিশেষ বৃদ্ধি হইবে। জন্মের দোষের বা অন্য কোন প্রকারের হেতুতে যাহাদের আয়ুর পরিমাণ হ্রাস পাইবে দেখিতে পাইবে তাহাদের মধ্যেও আমাদের মিশনের উপায় নিশ্চয়ার্থে সিদ্ধ যোগেতে বিশুদ্ধ আয়ুর বৃদ্ধি পাইবে। কেননা মিশনের প্রয়োজনেই এমন ভাবের যোগ আছে।

২। সত্য ভিন্ন মিথ্যা আচরণ করিবে না। পৃথিবীতে এই একটি কথাতে আমাদের প্রাণের মধ্যে উপাসনা যোগেতে পরমায়ুর পরিমাণ বাড়িবেই।

৩। যিনি দিবারাত্রির উপাসনার কার্যে যোগ দিবেন তাহাকে অম্লায়ু হইতে হইবে না। আমাদের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনেই আজ থেকে মিশনের মধ্যে যিনি কার্য করিবেন তিনি দীর্ঘ জীবন পাইবেন ইহাতে সন্দেহ নাই জানিবে। জীবনের মধ্যে এজন্য একবার অন্ততঃ দিবা রাত্রির মধ্যে সঙ্গীক সাধনের নিয়ম পালিবে। মনের প্রতিষ্ঠাই জীবনের প্রতিষ্ঠা। জয়দূর্গা দেবীতে মিশনের নির্ভরসা সিদ্ধির কার্যেতে সিদ্ধ যোগ হইয়াছে।

আনন্দ পাছান

১০ অগ্রহায়ন ১৩২৮ বাং

উপাসনা

জাতীয় ধর্মের হিসাবে যেমন মানুষের প্রতিষ্ঠানাদিতে চিহ্ন ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যেমন আসনাদিও নামেতে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে সেই রূপ মিশনের হিসাবেও ব্যবহার করিবার নিমিত্তে মেম্বারদিগের এক রকম বস্ত্রের পাগড়ির ব্যবস্থা হইবে। ইহাকে আমরা মহাপুরুষের উপাসনার আদর্শের বিজয় কেতন বলিব। অর্থাৎ এই পতাকা চিহ্ন দ্বারা মানুষের মনে ঈশ্বরের উপাসনা কার্য্য আসিবেই আসিবে। এই চিহ্ন একদিন ব্যবহার করিতেই হইবে। যে দিনে একবার হইলেও ইহা মন্তকাভরণ করিবে। উহাতেই মিশনের আয় এবং ব্যয় উভয় লইয়াই আমাদের প্রত্যেকের শান্তি আসিবে। জগতের এই বিশেষ দিনকে মিশনের উৎসব দিন মনে করিবে। অর্থাৎ যে দিনে মিশনের উৎপত্তি হয়েছিল সে দিনের মধ্যে যে সময় উপাসনার প্রয়োজন হইবে সে সময় উহার ব্যবহার করিবে।

‘জয় দুর্গা তুমি দয়াময়’ দশবার বল। সুতরাং শেষ যোগে মিশনের মেম্বার দিগকে শিরোভূষণ বাণিজ্যের ব্যাপারেও ব্যবহার করিতে হইবে। যে যে অর্থের সম্বন্ধ থাকিবে উহাতেই শিরোভূষণ পড়িবে। সর্বদার জন্য ইহার ব্যবহার করিলেও দোষ নাই দেখিবে বরং ইহাতেই মিশনের প্রেমে হৃদয়, প্রাণ, দেহ পরিপূর্ণ হইবে। সিদ্ধ যোগে এই ভূষণের নাম আনন্দ পাছান বলিবে। কারণ এই যে ইহাই সিদ্ধ বিধানের মণি মঙ্গলা দেবীর আদর্শ বিবাহের চিহ্ন। এই কারণেই জানিবে এই চিহ্ন জীবনের আদর্শের পবিত্র নিদর্শন। ইহাতে বিবাহের কার্য্যও রহিয়াছে। অদ্যাবধি এই চিহ্ন শিরঃ শোভিত হইবে।

অতএব রক্ত বস্ত্রের ১০ হাত পরিমাণে এবং ২.৫ হাত পরিমাণে শিরস্ত্রাণ করিবে। ইহাই আদর্শ বিধান এই বস্ত্রের পরিমাণ অন্য রকম হইবে না। প্রথমে ১০টি দিগের সংখ্যা নিয়াই ১০ হাত বলা হইয়াছে। হস্তের পরিমাণ ঈশ্বরের মিশনাধিকারীদিগের অঙ্গুলি সঙ্কেত দেখিবে আর সার্ক-দ্বিহস্ত্রের পরিমানকে কেবল সর্বসেবকদের গাত্রাভরণের মধ্যে কতক পরিমাণে হৃদয়ের সোজা ভাব বুঝা যাইতেছে।

জীবন মুক্তির পথে ৩ জন আদর্শ

১। শেষ ফল দয়াময় নামে শ্রী শ্রী আনন্দ মহারাজ লাভ করিয়াছেন। সকলকে লইয়া ধর্ম চক্র গঠিত হইতে পারে তজ্জন্য তিনি নিশি দিবা কার্য্য করিতেছেন। তাঁহারই নির্দেশানুসারে সর্ব ধর্ম মিশন উদ্ধার হইয়াছে।

২। মহাকালী সর্ব জগতের কার্য্য নিয়া শ্রী আনন্দকে আদর্শ পতি জানিতে পারিয়াছেন। তাঁহারই পাদপদ্মে দেহ মন প্রাণ অর্পণ করিয়াছেন। তিনি একজন জগতের আদর্শ।

৩। একজন বিশেষ ব্যক্তির জন্ম শেষ যোগে আসিল। তাঁহার মধ্যেই শেষ কার্য্য রহিয়াছে। তাহার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই জগতে নব যুগের আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহার ভিতর দিয়াই ধরাতলে সর্ব জাতির মহামিলন হইবে।

ভবিষ্যৎ জগতের সুসংবাদ

(শ্রী আনন্দ ও শ্রী গুরুর বাণী)

১। সর্ব্ব রাজ্যে আজ দুন্দুভি ধ্বনি উত্থিত হইল। দুন্দুভি দয়াময়ের আগমন বার্তা জগতে প্রচার করিল।

২। দয়াময় স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার নাম আনন্দ স্বামী। নিজে কিছু দিন গোপনে থাকিয়া কার্য্য করিবার জন্য তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

৩। সাধন পূর্ণ হইলে শ্রী শ্রী আনন্দ মহারাজ পরলোক হইতে কালীকচ্ছে উদয় হইবেন। তখন দ্রষ্টাদিগের হট্টগোলে বহুলোকের পদদলিত হইয়া মৃত্যু হইবে। তখন তিনি জগতের কল্যাণ কল্পে সত্য প্রতিষ্ঠা করিবেন।

৪। একচ্ছত্র হইল সংসার রাজা নাহি আর
এক প্রভু দয়াময় লইলেন রাজ্য ভার
রোগ শোক মৃত্যু গেল মরণ রহিত হল
প্রকৃত সুখ আইল ঘুচিল মন বিকার।
এস নর নারী মিলে ডুব নামের প্রেম জলে
দেখ দেখ চক্ষু মিলে সংসারে স্বর্গ এবার।

৫। ভীম গজর্জনে উঠিল গগনে দয়াময় নামের কোলাহল
কাপিল মেদেনী মাতিল উল্লাসে নরনারী সবে গাইল মঙ্গল,
বর্ণহীন নিবিড় আধার প্রসবিল প্রজা অগণ্য অপার
বহু বর্ণ মত ভেদের আকার একযোগে ধবল হইল সকল।

৬। হল ক্রমেতে বহু লীলা জগতে। মৎস্য কৰ্ম্ম আদি শিব বিষ্ণু বিধি
রাম কৃষ্ণ কালী দুর্গা হতে। ঈশা, মুশা, দাউদ, গৌতম, মহম্মদ,
চৈতন্য, শঙ্কর ধর্ম্ম মতে। যে ছিল নানা মত হল সবে এক মত, আজি
মধুর দয়াময় নামেতে।

৭। শ্রী শ্রী আনন্দ স্বামিজী মহারাজই জীবনমুক্তির গুর।

৮। ১০০ বৎসর না গেলে শ্রী শ্রী আনন্দ মহারাজ আসিবেন না।
১৩৪৮বাং উপাসনা।

৯। জগতে যত ধর্ম্ম আছে, সাধনার পথ আছে তৎ সমস্তই দয়াময়
নামের মধ্যে নিবেশিত হইয়াছে। দয়াময় নামের কার্য্য করিয়াই জগতে
সকলেই বিশুদ্ধ ব্রহ্ম যোগ লাভ করিবে।

১০। সর্ব্ব প্রতিকার দয়াময় নামের মধ্যে স্থিরীকৃত হইয়াছে বলিয়া
আর মৃত্যুর অধিকার থাকিবে না। দয়াময় নামের মানুষ অমর হইবে।

১১। মানব ও দেবতা সকল জাতি সকল সম্প্রদায় প্রভৃতি মিলিয়া
কার্য্য করিতে লাগিল।

১২। সর্ব্ব ধর্ম্মের প্রসার হেতু ধর্ম্মে ধর্ম্মে একতার ভাব প্রবল হইবে।

১৩। সর্ব্ব ধর্ম্মে জগত দীক্ষিত হইলে আচার লইয়া বিরোধ থাকিবে না।

১৪। পৃথিবীতে দুর্দ্দিন বিদূরিত হইয়াছে।

সুদিনের আবির্ভাব দেখা যাইতেছে।

১৫। আজ ত্রিভুবন দয়াময় নামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইল।

১৬। সর্ব্ব ধর্ম্মের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জগত এক হইতে
চলিয়াছে।

১৭। কেহই আর জনসাধারণের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ না করিয়া
থাকিতে পারিবে না।

১৮। যখন ইহ-পরলোকে এক রকম শাসন তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে তখনই সার্বভৌম রাজ্য গঠিত হইবে। প্রকৃত শাসন প্রণালী সকলেই প্রাপ্ত হইবে।

১৯। দয়াময় বলিলেন— সকলের সাধন একই সময়ে পূর্ণ হওয়ার জন্য নানা প্রকার যোগের ভাব জগতে আনিয়াছি। যাহাদের কার্য উপস্থিত হইল তাহারা কখনও অগ্রে যাইতে পারিবে না।

২০। ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি যত জন্তু আছে সকলেই ঈশ্বরের প্রেমে মগ্ন। কিন্তু সকলেই আবার মানুষের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। পূর্ণভাব মানুষের মধ্যে আসিলে সকলের কল্যাণ হইবে এ কথা দয়াময় প্রকাশ করিলেন।

২১। ৩০০ শত বৎসর গেলে পরলোক হইতে কেহ কেহ আসিবে।
১৩৪৮ বাং উপাসনা।

২২। সমগ্র জগত মিশন যোগেতে কার্য্য করিবে।

২৩। ইহ পরলোকে একমাত্র মিশনের শক্তিতেই সকল কার্য্য উদ্ধার হইবে।

২৪। মহামন্ত্র এই নাম জীবনে মুক্তির ধাম।

সর্বনাম প্রণারাম মরা মানুষ আসবে ফিরে।

২৫। দয়াময় নামের গুণে মৃত মনুষ্য আবার পূর্ব শরীর লইয়া আত্মীয় স্বজনের সহিত আসিয়া মিলিত হইবে।

২৬। এমন দিন আসিতেছে কেবল দয়াময় নাম ঘরে ঘরে বিরাজ করিবে। দয়াময় নামে সকল দেবতা ও মানুষ পূর্ণ যোগ লাভ করিবে এবং পরস্পরকে আপন মনে করিয়া মুক্ত হইবে।

২৭। বাংলা ভাষা ইংরেজী ভাষার চেয়ে অনেক বেশী জগতের উপকার করিবে। ইহার শক্তি ও মর্যাদা কত বেশী এখন কেহ জানিতে পারিবে না। বাংলা ভাষার দ্বারা জগতের সর্ব প্রকারের কার্য্য উদ্ধার হইবে।

২৮। ইহ পরলোক এক হয়ে যাবে।

২৯। সাধনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জগতের সকলেই কেবল সাধনই করিবে। পানাহার থাকিবে না। মধুর নাম রস পানে মানুষ বাঁচিবে। পরলোক হইতে মানুষ-দেবতা সকল পার্থক্য ভুলিয়া ইহধামে হাজির হইবে। মাঠে পর্বতে অসংখ্য লোক একত্রে অবস্থান করিবে এবং সকলেই দয়াময় নামের জয় ঘোষণা করিবে।

৩০। ধন দৌলতের প্রভাব না থাকে এরূপ সময় দেখা দিতেছে। কেহই আর বিভ্রান্ত অর্থের সন্ধান করিবে না। সকলেই দয়াময় নামে দীক্ষিত হইয়া জীবনাশা সফল করিবে।

৩১। সাধন রাজ্যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ৩৬ হাজার আদর্শ আছেন। অদ্যাবধি ৩৬ হাজার আদর্শ নামের কার্য্য মিশনের সকল ব্যাপারে সকল প্রকারে পরিষ্কার রকমে চিরকালের নিমিত্তে স্থিরীভূত হইয়াছে। জগত করতলে আসিতে পারে ইহার প্রতিকার পাওয়া গিয়াছে।

১৩৪১ বাং উপাসনা।

৩২। জগত অবিরাম গতিতে অগ্রসর হইতেছে।

৩৩। প্রত্যেক সাধু মহাত্মাই জগত সাধন করিতেছেন।

৩৪। স্বামী স্ত্রী সর্বতোভাবে মিলিত হইয়া যতই কার্য্য করিবে ততই সর্ব ধর্ম মিশনের অধিকার সর্ব জগতে বিস্তৃত হইবে।

৩৫। মিশনের কার্য দ্বারা জীবন মুক্তির আদর্শ গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইবে। এ জন্য সর্ব ধর্ম মিশনকে দয়াময় লীলার পূর্ণ অভিব্যক্তি বলা যাইতে পারে।

৩৬। সকল মানুষ কৈবল্য ধামের যাত্রীক।

৩৭। দয়াময় নামে জগত নির্বাণ মুক্তি লাভ করিবে।

৩৮। ৪০ হাজার বৎসর পর জগতের সকল লোকের জীবনুজ্জ্বল হইবে।

মিশন সমিতি

- ১। কার্য্যকরী সমিতি
- ২। পরিচালক সমিতি
- ৩। সাধারণ সভা
- ৪। নারীদের সভা

পরিশিষ্ট

জাতি বর্ণ নির্বিশেষে দাবী শূন্য বিবাহ প্রথা সর্ব ধর্ম মতে প্রচলন, শব দাহ প্রথা বাদ দিয়া সর্ব ধর্ম মতে সমাধিকরণ ও পারলৌকিক কার্য্য করণ, যাবতীয় পূজা পার্বণ ও ব্রতাদি কার্য্য বাদ দিয়া সর্ব ধর্ম মতে এ সব অনুষ্ঠান করণ, সর্বধর্মার্থীদের কর্তব্য কারণ সমাজ বিধি মান্য না করিয়া কেহই সাধনার পথে অগ্রসর হইতে পারিবে না।

মিশন সেবকদের প্রতি নির্দেশ

- ১। সকলেই পরস্পরের সহিত মিলিয়া মিশিয়া মিশনের কার্য্য করিবে।
- ২। শিষ্টাচার সম্বন্ধে সকলেই সতর্ক হইবে।
- ৩। ব্যবহার সৌজন্য প্রিয়বাদিতা সদগুণ মনে রাখিয়া জীবন গঠন করিবে।
- ৪। সেবার ভাবে মিশনের কার্য্য করিতে হইবে। স্বার্থবুদ্ধি, কুটিলতা, কপটতা বাতিল করিতে হইবে।
- ৫। প্রত্যেকেই তাহার কর্তব্য কর্ম্ম করিয়া মিশনের আয় ও উন্নতি করিবে।
- ৬। কলহ দলাদলি সর্বদা বর্জন করিবে।
- ৭। উপরোক্ত নির্দেশ অমান্য করিলে বিপন্ন হইবে, ক্লেশও পাইবে।

শ্রী লব চন্দ্র পাল
প্রেসিডেন্ট
সর্ব ধর্ম মিশন।

...সমাপ্ত...